ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
দিপু রায়

২৯ জানুয়ারি ২০১৫

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি)-এর কার্যালয়

প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে যে প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে তার মধ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) কার্যালয় অন্যতম

সংবিধানের ১২৮ এর (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'মহা হিসাব-নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারী কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারী হিসাব নিরীক্ষা করিবেন ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট দান করিবেন'

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

গত ৫ বছরে সিএজি'র প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে **১৮,৫২৭.৮৫** কোটি নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ব্যয়কৃত ও আত্মসাৎকৃত টাকা সমন্বয় ও উদ্ধার করা হয় (সিএজির বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৯ থেকে ২০১৩)

বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের উপর পরিচালিত টিআইবি'র গবেষণায় সিএজি কার্যালয়ের বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি ও হয়রানির অভিযোগ পাওয়া যায়

টিআইবি সিএজি কার্যালয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে ২০০২ সালে একটি গবেষণা পরিচালনা করে। উক্ত গবেষণার ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালে সিএজির নিয়ন্ত্রণাধীন হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের (সিজিএ) কার্যালয়ের উপরে আরো একটি গবেষণা কার্য সম্পন্ন করে। এই গবেষণাদ্বয়ের ধারাবাহিকতায় সিএজি কার্যালয়ের উপরে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও বিদ্যমান দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়

গবেষণার উদ্দেশ্য

সার্বিক উদ্দেশ্য

সিএজি কার্যালয়ের সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা

বিশেষ উদ্দেশ্য

- সিএজি কার্যালয়ের আইনগত, কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা চিহ্নিত করা
- বর্তমান কার্যালয়ে বিদ্যমান অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন, প্রকৃতি ও মাত্রা চিহ্নিত করা
- সিএজি কার্যালয়ে বিরাজমান সমস্যা ও দুর্নীতি থেকে উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করা

গবেষণা পদ্ধতি

- এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা তবে সীমিত পরিমাণগত তথ্যও ব্যবহার করা হয়েছে
- **তথ্য সংগ্রহের কৌশল-** পরোক্ষ তথ্য পর্যালোচনা, মুখ্য তথ্য দাতার সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ
- **প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস -** ৪০টি সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের ৬৮ জন এবং সিএজি ও সিজিএ কার্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ২৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ০২জন বিশেষজ্ঞসহ মোট ৯৪ জন তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ
- **পরোক্ষ তথ্যের উৎস -** প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, প্রকাশিত খবর, প্রবন্ধ ও ওয়েবসাইট
- **গবেষণার পরিধি -** আইনগত ও সাংগঠনিক কাঠামোয় বিরাজমান সীমাবদ্ধতা, জনবল ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ, সিএজির কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে পিএসি, সংসদ ও মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা, সিএজি কার্যালয় কর্তৃক নিরীক্ষা কার্যক্রমের দ্বারা সরকারি কার্যালয়ের হয়রানির চিত্র
- **গবেষণা কাল-** মার্চ ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪

উল্লেখ্য, এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সিএজি কার্যালয় ও অন্যান্য সরকারি কার্যালয়েরর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- ২০১২ সাল থেকে নিরীক্ষা পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ার সংযোজন
- মিডিয়া এবং কমিউনিকেশন সেল গঠন এবং তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ ব্যবহারের পদক্ষেপ
- নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও সিএজি কার্যালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশ এবং প্রথম বারের মতো প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিরীক্ষা প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ
- নিরীক্ষা আইনের খসড়া প্রণয়ন (২০০৮)
- ৬৪৮টি ব্যাকলগ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মধ্যে ৪৯০টির ওপরে নবম পিএসি কর্তৃক অলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সিএজির উল্লেখযোগ্য তৎপরতা
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ব্যাপক অবকাঠামো উন্নয়ন, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন নতুন বিষয় যেমন স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, পাইলট ভিত্তিতে নিরীক্ষা প্রতিবেদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক মানের হালনাগাদ নিরীক্ষার উপরে প্রশিক্ষণ প্রদান
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সততার সাথে কাজ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্বুদ্ধকরণ সেমিনারের আয়োজন
- সিএজির অবসরের বয়স ৬০ বছরের পরিবর্তে ৬৫ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করায় মেয়াদের পুরো সময় পর্যন্ত সিএজি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারা

সিএজি কার্যালয়ের কার্যক্রম

- সরকারি প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানে সরকারের ৫০% বা তার বেশি মালিকানা রয়েছে তাদের নিরীক্ষা সম্পাদন
- সরকারি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন আইন, নিয়মনীতি, চুক্তি বা অর্থায়নের শর্তাবলীর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে কিনা, তা পর্যবেক্ষণ
- নিরীক্ষায় প্রাপ্ত অসামঞ্জস্য তথ্য পরিদর্শন প্রতিবেদন আকারে প্রধান কার্যালয়ে পেশ করা
- নিরীক্ষা দল কর্তৃক দাখিলকৃত প্রাথমিক প্রতিবেদনের পর্যালোচনা করা
- নিরীক্ষায় প্রাপ্ত অসামঞ্জস্যতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ইউনিট এবং মন্ত্রণালয়কে ব্যাখ্যার জন্য অবহিত করা
- নিয়ম-বহির্ভূত ব্যয়কৃত ও আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায় ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা
- নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত, সম্পাদনা, ছাপা এবং রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা
- সরকার কর্তৃক প্রদেয় তথ্য নির্দিষ্টকরণ ও পিএসিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান
- নিরীক্ষা ও হিসাব সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন, বাতিল ও সংরক্ষণ

সিএজির অর্গানোগ্রাম

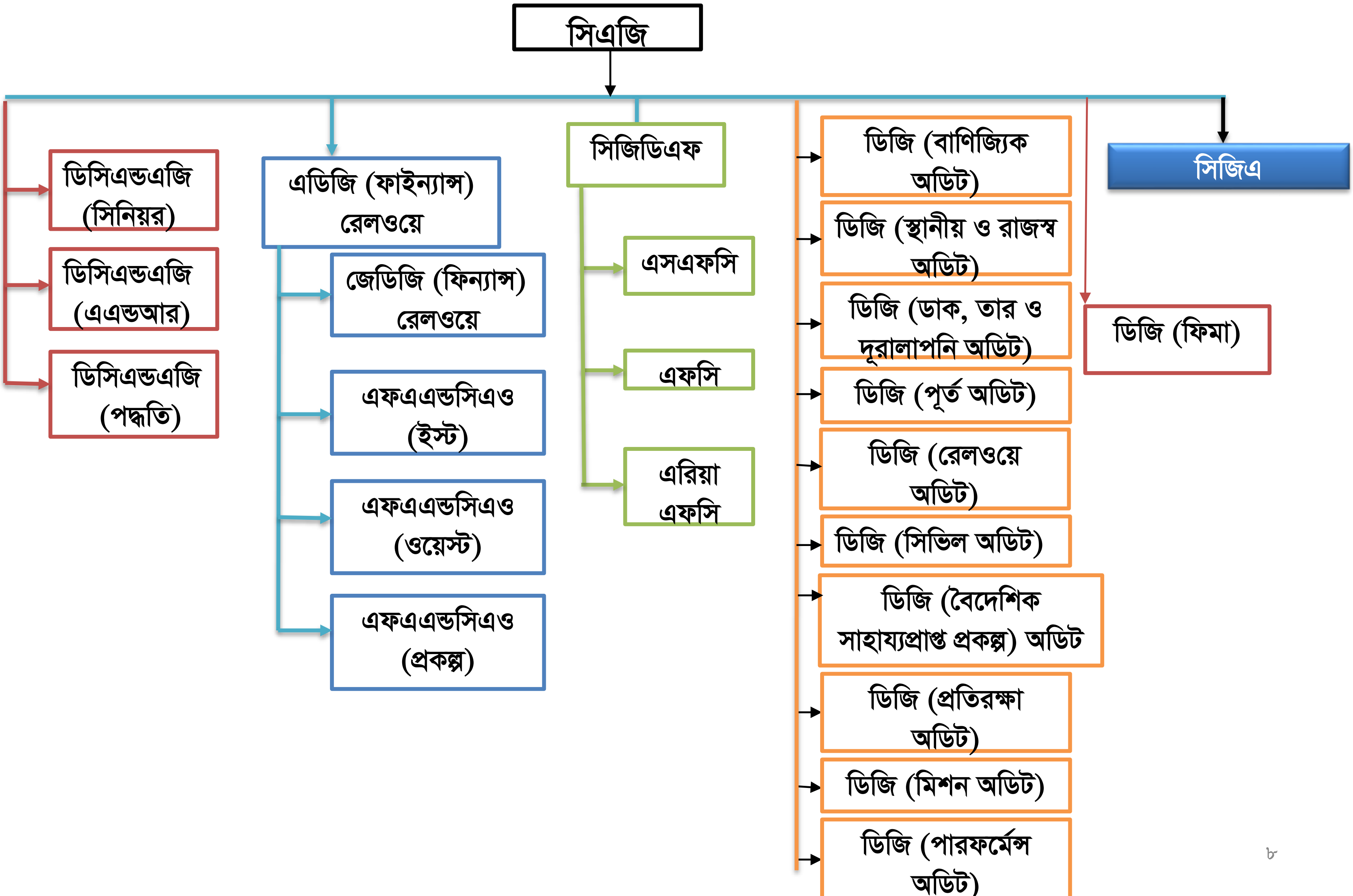

আইন সংক্রান্ত পর্যালোচনা

- সংবিধানের ১৩১ নং অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের হিসাব সিএজির নিয়ন্ত্রণে থাকার বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও ১৯74 এর অ্যাডিশনাল ফাংশনস অ্যাক্ট, ১৯৮৩ সালে সংশোধন করে হিসাব বিভাগকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা
- সংবিধানের ১২৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সিএজি নিয়োগ দিবেন উল্লেখ থাকলেও ৪৮(৩) নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া তাঁর অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন বলে উল্লেখ থাকা
- সিএজি সাংবিধানিক পদ হলেও ওয়ারেন্ট অফ প্রিসিডেন্স, ১৯৮৬ এ সিএজির মর্যাদা ৬ ধাপ কমিয়ে ১৫ তম ধাপে দেওয়া
- সংবিধানের ১৩২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সিএজির প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করবে উল্লেখ থাকলেও রুলস অফ বিজনেস-এ সিএজির প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীকেও পেশ করার কথা উল্লেখ থাকা

আইন সংক্রান্ত পর্যালোচনা

- নিরীক্ষা আইনের অনুপস্থিতি -২০০৮ সাল থেকে নিরীক্ষা আইন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হলেও এখন পর্যন্ত তা অনুমোদন না হওয়া
- বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে নিয়োগের নীতিমালা দীর্ঘ দিন (২০০৩ সাল থেকে) ধরে অনুমোদন না দেওয়া
- জিএফআর ও টিআর হালনাগাদ না করা, বিভিন্ন নতুন আদেশ প্রিন্ট না করা বা কোনো আর্কাইভ না থাকা এবং যথা সময়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নতুন আদেশ না পৌঁছানোর কারণে নিরীক্ষা দল কর্তৃক আপত্তি উত্থাপন
- সরকারি বিভিন্ন আদেশ প্রয়োজনানুসারে যুগোপযোগী না হওয়ায় অনিয়মের সুযোগ সৃষ্টি
- কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানভেদে নিজস্ব আইন, নির্দেশনার সাথে সরকারি সাধারণ নির্দেশনা সমন্বয়হীন বা সাংঘর্ষিক

সিএজি কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ

অর্থ মন্ত্রণালয় ও জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপরে নির্ভরশীলতা

- বাজেট, নিয়োগ, শিক্ষা সংক্রান্ত ছুটি, পদোন্নতি, নিয়মাবলী, আইনগত বিষয় ও সরকারি ক্রয়ের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভরশীল থাকায় স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনায় সমস্যা
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অভাবে বিশেষ ধরনের নিরীক্ষা করার জন্য দক্ষ লোক নিয়োগ করতে না পারা
- পদোন্নতির অনুমোদনের জন্য দীর্ঘ সময় অতিবাহিত - ক্ষেত্রবিশেষে ৬ মাস লাগা
- পরিবহন ও দৈনিক ভাতা বাবদ বাজেটের পুরো অংশ প্রতি বছর না পাওয়া, এক বছরের অর্থ অন্য বছরে দেওয়া

অর্থ বছর অনুযায়ী বাজেটে চাহিদাকৃত ও প্রাপ্ত টিএ-ডিএ বাবদ অর্থের পরিমাণ			
অর্থ বছর	চাহিদাকৃত অর্থ (হাজার)	প্রাপ্ত অর্থ (হাজার)	বকেয়ার পরিমাণ (হাজার)
২০১২-১৩	১৪১২৭৫	১২৬৪৭৫	১৪৮০০
২০১৩-১৪	১৫৭৩০৮	১৩৩৬০০	২৩৭০৮
২০১৪-১৫	১৬০৮০৬	১৫১১২৭	৯৬৭৯

সিএজি কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ...

প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবলের ঘাটতি

কর্মকর্তা- কর্মচারী	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য পদ/অতিরিক্ত	শূন্য/অতিরিক্ত পদের হার
প্রথম শ্রেণী (ক্যাডার)	১৩৫	১২৯	৬	৪.৪%
প্রথম শ্রেণী (নন- ক্যাডার)	৩৭৬	৪১৯	৪৩	১১.৪% (অতিরিক্ত)
দ্বিতীয় শ্রেণী	৬৮৮	১৮৮	৫০০	৭২.৬৭%
তৃতীয় শ্রেণী	২০৮৩	১৫০৫	৫৭৮	২৭.৭ %
চতুর্থ শ্রেণী	৩৭০	৩২৫	৪৫	১২%
মোট	**৩৬৫২**	**২৫৬৬**	**১০৮৬**	**২৯.৭%**

- পূর্বের তুলনায় বাজেট, অডিট ইউনিট এবং সরকারের জনবলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সিএজির জনবল বৃদ্ধি না পাওয়া, ১৯৮৮ সালের অর্গানোগ্রামের জনবল দ্বারাই বর্তমান কার্যক্রম পরিচালনা

- ১৯৮৭-৮৮ সালে সরকারের বাজেট ছিল ৮৫২৭ কোটি টাকা যা ২০১৪-১৫ সালে হয়েছে ২,৫০,৫০৬ কোটি টাকা এবং জনবল ছিল ৭ লক্ষ যা বর্তমানে প্রায় ১২ লক্ষ

সিএজি কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ...

প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবলের ঘাটতি...

- মাত্র **২৫৬৬** জন কর্মকর্তা-কর্মচারী দ্বারা সরকারের প্রায় ৩০ হাজার সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা
- জনবল বৃদ্ধির জন্য নতুন অর্গানোগ্রাম ২০০৮ সালে অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলেও অনুমোদন না হওয়া
- প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার সংখ্যা কম (১৩৫টি পদ মোট জনবলের ৩.৬৯%) হওয়ায় মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষা (পারফরমেন্স ও বিশেষ নিরীক্ষা ছাড়া) কাজে অংশগ্রহণ ও সঠিকভাবে পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করতে না পারা
- জনবল স্বল্পতার কারণে অধিক পরিমাণ পারফরমেন্স নিরীক্ষা করতে না পারা- প্রতি অধিদপ্তর থেকে বছরে মাত্র ১টি করে পারফরমেন্স নিরীক্ষা পরিচালনা
- পদোন্নতি সংক্রান্ত জটিলতা এবং সরকারি কর্ম কমিশনের অনুমোদনে সমস্যার কারণে এসএএস পরীক্ষায় পাশ করলেও উচ্চ পদের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত

সিএজি কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ...

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি

- ক্যাডার কর্মকর্তাদের ১০/১৫ বছর ধরে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলার পরে অন্যান্য ক্যাডারের ন্যায় উচ্চ গ্রেডে যাওয়ার সুযোগ না থাকায় নিরীক্ষা বিভাগ ছেড়ে চলে যাওয়া
- অন্যান্য ক্যাডারের তুলনায় সিএজির ক্যাডার কর্মকর্তাদের পদোন্নতির সুযোগ কম থাকা - প্রশাসন ক্যাডারের ২০তম ব্যাচের কর্মকর্তাগণ উপ-সচিব পদে পদোন্নতি পেলেও অডিট এন্ড একাউন্টস ক্যাডারের ৯ম ব্যাচের কর্মকর্তাগণেরও সে সুযোগ না পাওয়া
- সিজিএ ও সিজিডিএফ এর মর্যাদা গ্রেড ১ করা হলেও ডিসিএজি সিনিয়র. এডিজি (ফিন্যান্স) রেলওয়ে ও ডিজি ফিমার গ্রেড ২ থেকে ১ না করা
- মহাপরিচালকদের সর্বোচ্চ গ্রেড ৩ হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে একই পদে এবং একই বেতনে কাজ করা এবং অবসরে যাওয়া

সিএজি কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ...

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি....

- টিএ-ডিএ ও অন্যান্য ভাতা ন্যূনতম চাহিদার তুলনায় কম - হোটেল ও খাবার বাবদ দৈনিক মাত্র ৬২৫ টাকা বরাদ্দ
- ২০ আগস্ট ১৯৯৮ থেকে নিরীক্ষকদের সিলেকশন গ্রেড বন্ধ করা এবং একই যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় গ্রেডিংয়ে নিম্নে অবস্থান
- অন্যান্য বিভাগে ভাল কাজের জন্য প্রণোদনা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও সিএজিতে তা না দেওয়া - প্রতি বছর প্রায় ২৫০০ কোটি টাকা ভ্যাট ও ট্যাক্স আদায় করলেও তার জন্য কোনো প্রণোদনার ব্যবস্থা না থাকা

সিএজি কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ...

নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরিতে দীর্ঘসূত্রতা ও ভুল থাকা

- সংশ্লিষ্ট সরকারি কার্যালয় থেকে পাঠানো যুক্তি আর্থিক নিয়মের সাথে বিরোধপূর্ণ হওয়ায় পুনরায় ব্যাখ্যা চাইতে গিয়ে দীর্ঘ সময় পার হওয়া
- দীর্ঘ দিন পরে আপত্তি উত্থাপন করায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জবাব দিতে দেরি
- কেন্দ্রীয় কোয়ালিটি এসিউরেন্স টিমের ফিডব্যাক পেতে দীর্ঘসূত্রতা - ক্ষেত্র বিশেষে ২ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত
- নিরীক্ষা প্রতিবেদনে সরকারের কাজের সাফল্য বা ঘাটতির বিষয়ে উল্লেখ না থাকা
- মন্ত্রণালয়ের জবাব দিতে দেরি হওয়ায় সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই না করায় নিরীক্ষা প্রতিবেদনে ভুল থাকা

সিএজি কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ...

জবাবদিহিতায় সমস্যা

- সিএজির কাজের জন্য জবাবদিহি করার কোনো কৌশল না থাকা
- পিএসির সিএজির কার্যক্রম ও প্রতিবেদনের গুণগত মান নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা না করা
- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে সিএজি'র শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা না থাকা -শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে শুধু কারণ দর্শানোর ক্ষমতা থাকা
- ভুল আপত্তি বা হয়রানির জন্য নিরীক্ষা দলের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা না থাকা
- অভিযোগ দাখিলের জন্য একটি অভিযোগ সেল থাকলেও এই সেল সম্পর্কে সরকারি কার্যালয়গুলো অবগত নয় -কখনও কোনো অভিযোগ দেওয়া হয়নি

তথ্য প্রকাশ প্রক্রিয়া সচল নয়

- সিএজির প্রতিবেদনের তথ্য মিডিয়া সেলের মাধ্যমে জনসমক্ষে নিয়ে আসার কথা থাকলেও তা কার্যকর নয়
- ২০১৪ সালে ২৪ নভেম্বরের পূর্বে কোনো প্রেস বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া
- সারমর্ম আকারে সর্বশেষ প্রতিবেদন থাকলেও ওয়েবসাইটে যেসব নিরীক্ষা প্রতিবেদন রয়েছে সেগুলো হালনাগাদ নয় -সর্বশেষ ২০০৮ সালের প্রতিবেদন রয়েছে

সিএজি কার্যালয়ের কার্যক্রম ফলপ্রসূ না হওয়ার বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ

অডিটকালীন সরকারি কার্যালয়গুলোর অডিট টিমকে সহায়তায় ঘাটতি

- নির্ধারিত সময়ে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণ তৈরি করতে না পারা
- সঠিকভাবে আর্থিক হিসাব তৈরি না করা
- ক্যাশ বই সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করা
- নিরীক্ষার জন্য সুবিধাজনকভাবে রেকর্ড না রাখা
- প্রয়োজনীয় কাগজ ও সময় সম্পর্কে পূর্বেই অবহিত করা থাকলেও প্রয়োজনীয় নথিপত্র দিতে বিলম্ব, জাল ভাউচার দেখানো যার সত্যতা যাচাই করা সময় সাপেক্ষ হয়ে পরে
- কখনো কখনো হিসাব রক্ষকের প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকা
- কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়িত্বের বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকার কারণে নিরীক্ষায় প্রাপ্ত অনিয়মের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে

সিএজি কার্যালয়ের কার্যক্রম ফলপ্রসূ না হওয়ার বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ

সিএজির প্রতিবেদন নিয়ে পিএসির পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি

- নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা না থাকায় নিরীক্ষা প্রতিবেদনগুলো দীর্ঘ দিন পরে সংসদে জমা দেওয়ায় নিষ্পত্তিতে সমস্যা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে না পারা- ২০০৮-০৯ এর প্রতিবেদন ২০১২ সালে জমা দেওয়া
- পিএসিতে নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ দিন ধরে তা আলোচনা না হওয়া- ১৯৭২ সাল থেকে নবম সংসদের পিএসির পর্যন্ত মোট ৯৮০টি প্রতিবেদনের মধ্যে মাত্র ৩৩২টি প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা
- নবম সংসদের পিএসি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করলেও ৯৮০টির মধ্যে ৭৮টি প্রতিবেদন আলোচনা না করা এবং ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির অভিযোগ
- আপত্তি পুরোনো হওয়ায় সেগুলো গুরুত্ব হারায় -১৯৮৫ সালের প্রতিবেদন ২০১২ সালে আলোচনা করা এবং ২২৪টি প্রতিবেদন ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিষ্পত্তির সুপারিশ
- পিএসি কর্তৃক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে প্রাপ্ত দুর্নীতির জন্য কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়ায় সিএজির নিরীক্ষা কার্যক্রম ফলপ্রসূ না হওয়া

সিএজি কার্যালয়ের কার্যক্রম ফলপ্রসূ না হওয়ার বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ...

সিএজির আপত্তির প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি

- ৯০ দিনের মধ্যে আপত্তির জবাব দেওয়ার নিয়ম থাকলেও মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জবাব না দেওয়া
- সংশ্লিষ্ট কার্যালয় থেকে নিরীক্ষা আপত্তির জবাব আসতে দেরি হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের জবাব দিতে দেরি
- ক্ষেত্র বিশেষে আপত্তির জবাব দিতে মন্ত্রণালয়ের সদিচ্ছার অভাব
- বছরের পর বছর আপত্তি নিষ্পত্তি না হওয়া -১৯৭২ সালের নিরীক্ষার আপত্তি এখনও নিষ্পত্তি না হওয়া, একটি মন্ত্রণালয়ে মোট ১ লক্ষ ৫২ হাজার আপত্তি নিষ্পত্তির অপেক্ষায়
- অনলাইন নিরীক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি না থাকা ও পুরোনো হওয়ায় মন্ত্রণালয়গুলোর নিকট নিরীক্ষা আপত্তির রেকর্ড না থাকা এবং সিএজি কার্যালয়ের নিকট নির্বাহীদের উত্তরের রেকর্ড না থাকা
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক পিএসির সুপারিশের কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়ায় সিএজির কাজ ফলপ্রসূ না হওয়া

অনিয়ম ও দুর্নীতি

নিয়োগ ও পদোন্নতিতে দুর্নীতি

- ক্ষেত্র বিশেষে সিএজি নিয়োগে দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনাকে প্রাধান্য দেওয়ার অভিযোগ
- সিএজির কার্যালয়ে ২য়. ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগে সংসদ সদস্য ও পিএসির সদস্যসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের তদবির- ১ জন ব্যক্তির নিয়োগের জন্য ৬ জন মন্ত্রী, ২ জন প্রতিমন্ত্রী, ১ জন সংসদীয় কমিটির সভাপতি ও সরকারি দলের কেন্দ্রিয় নেতার চাপ প্রয়োগ
- ঘুষ গ্রহণ ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদানের অভিযোগ -ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতা
- ২০০৯ সালের সিজিডিএফে নিরীক্ষক ও জুনিয়র নিরীক্ষক পদের নিয়োগ ও ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল (ফিন্যান্স) রেলওয়ের ড্রাইভার, জুনিয়র নিরীক্ষক ও নিরীক্ষক পদে নিয়োগের জন্য ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ

অনিয়ম ও দুর্নীতি

পদায়ন ও প্রশিক্ষণে দুর্নীতি

- অতিরিক্ত অর্থ আয়ের সুযোগ সম্পন্ন মহাপরিচালকের কার্যালয়ে পদায়নের জন্য উচ্চ মহল থেকে তদবির করা -FAPAD, পূর্ত, মিশন ইত্যাদি
- অতিরিক্ত অর্থ আয়ের সুযোগ সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা করার জন্য ঘুষ প্রদান- বন্ডেড ওয়ার হাউজ, ডিফেন্স অডিটের পূর্ত সংক্রান্ত, এমপিওভুক্ত হওয়ার জন্য কলেজ ও স্কুল
- পছন্দমত প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা করার জন্য কোনো কোনো মহাপরিচালকের কার্যালয়ে ও কর্মকর্তা-কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশনকে ঘুষ দেওয়া
- তিন বছর পর বদলি করার নিয়ম থাকলেও ঘুষ ও রাজনৈতিক প্রভাবে একই কার্যালয়ে কর্মরত থাকা
- বিভাগীয় হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার পদায়নে ঘুষ গ্রহণ
- প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষক নির্বাচনে স্বজনপ্রীতি- বন্ধু ও ব্যাচমেটদের প্রশিক্ষক হিসেবে নির্বাচন
- স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে কোনো কোনো কর্মকর্তাকে বার বার বিদেশে প্রশিক্ষণ ও মিশন অডিটে পাঠানো এবং কোনো কোনো কর্মকর্তাকে সুযোগ না দেওয়া

অনিয়ম ও দুর্নীতি

দায়িত্বে অবহেলা

- সিএজি কর্তৃক বার্ষিক পরিকল্পনা না করা - মহাপরিচালক পর্যায়ে জবাবদিহিতা না থাকা
- উপ-পরিচালক পর্যায়ে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা আপত্তি যাচাই-বাছাই না করা, কখনও কখনও অন্যায়ভাবে আপত্তি নিষ্পত্তি করা
- মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষার কাজ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক পরিবীক্ষণ না করা
- নিরীক্ষা প্রতিবেদন সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই না করে মহাপরিচালক কর্তৃক রিপোর্ট শাখায় প্রেরণ এবং বাব বার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে পদক্ষেপ না নেওয়া -সিএজি কার্যালয় থেকে ৫ বার পর্যন্ত প্রতিবেদন পুণ যাচাইয়ের জন্য মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণের অভিযোগ
- মহাপরিচালকের কার্যালয়গুলো থেকে প্রেরিত প্রতিবেদন, কেন্দ্রীয় রিপোর্ট শাখা ও কোয়ালিটি এসিউরেন্স শাখা কর্তৃক সঠিক সময়ে যাচাই বাছাই না করার অভিযোগ
- মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষাকালীন দুর্নীতি ধরা পড়লেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে আপত্তি নিষ্পত্তিকরণে উত্তর পাঠালেও দীর্ঘ দিন নিষ্পত্তি না করা -সর্বোচ্চ ৪ বছর পর্যন্ত আপত্তি নিষ্পত্তি না হওয়ার তথ্য পাওয়া
- ম্যানুয়ালের কাঠামো ও পরিকল্পনা অনুসারে মাঠ পর্যায়ে কাজ না করা
- ন্যায়-নীতি বিধিমালার কার্যকর প্রয়োগ না হওয়া

অনিয়ম ও দুর্নীতি

নিরীক্ষা কালীন দুর্নীতির সাধারণ চিত্র

- নিরীক্ষা দলকে ঘুষ বা উপঢৌকন, যাতায়াত খরচ ও খাবার খরচ প্রদান
- প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র নাই, কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর নাই, তারিখ ঠিক নাই, অনুমোদন না নিয়ে অর্থ ব্যয় ইত্যাদি বলে হয়রানি
- ঘুষের পরিমাণ জোরালো আপত্তি, বাজেটের পরিমাণ, টাইম-স্কেল, ফিক্সেশন, বোনাস ও বেতন বিলের সংখ্যা এবং প্রকল্প ব্যয়ের ওপরে নির্ভর করে
- ঘুষ লেনদেন হয় তিনটি পর্যায়ে - নিরীক্ষা চলাকালীন, দ্বিপক্ষীয় সভা ও ত্রিপক্ষীয় সভায়
- বড় বাজেট ও প্রকল্প সম্পন্ন কার্যালয়গুলোর সাথে ঘুষ নিয়ে সমঝোতা করা হয়
- প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোনো কার্যালয় সমঝোতায় রাজি না হলে কাগজপত্র যাচাই-বাছাই না করেই ৩০-৪০টি আপত্তি উত্থাপণ যা চুক্তির মাধ্যমে ৫-১০টিতে নেমে আসা
- কখনও প্রকল্পের ক্ষেত্রে সমঝোতা করতে না চাইলে কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ফাইলের উপরে আপত্তি উত্থাপনের ভীতি প্রদর্শন এবং সমঝোতা করতে বাধ্য করা

অনিয়ম ও দুর্নীতি

নিরীক্ষা কালীন দুর্নীতির সাধারণ চিত্র

- রাজস্ব খাতের নিরীক্ষার জন্য বড় অংকের আয়কর প্রদানকারীদের ফাইল পুনরায় যাচাই-বাছাই করার ভয় দেখানো এবং তাদের নিকট থেকে ঘুষ আদায়
- আপত্তির উত্তর সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা দলের তৈরি করে দেওয়া
- ঘুষ লেদেনের মাধ্যমে আর্থিক দুর্নীতির তুলনায় অনিয়মের উপরে বেশি আপত্তি উত্থাপন এবং আপত্তি অস্পষ্ট থাকায় পিএসির প্রত্যাহার
- পুরোনো নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য দ্বিপক্ষীয় সভা পর্যটন এলাকার ভাল হোটেলে অনুষ্ঠিত এবং নিরীক্ষকদের সকল ব্যয় বহন করাসহ ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তি
- ত্রিপক্ষীয় সভায় হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে যাতায়াত খরচ, খাবার খরচ ছাড়াও নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তিতে ঘুষ দেওয়া
- ত্রিপক্ষীয় সভায় সকল আপত্তি উত্থাপন না করা এবং এই সভার সিদ্ধান্ত কার্যকর না করা

ঘুষ লেনদেনের চিত্র

ঘুষ লেনদেনের খাত	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/সংশ্লিষ্ট কাজের খাত	ঘুষের পরিমাণ (টাকায়)
নিয়োগ (নিরীক্ষক, অধস্তন নিরীক্ষক ও গাড়িচালক)	সিজিডিএফে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা	৩,০০,০০০- ৫,০০,০০০
	এডিজি(ফিন্যান্স) রেলওয়ের	৩,০০,০০০- ৪,০০,০০০
পছন্দমত প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষার সুযোগ প্রাপ্তিতে	উর্ধ্বতন কর্মকর্তা	৫০,০০০-১,০০,০০০
	অ্যাসোসিয়েশনকে	১০,০০০-২০,০০০
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিটে	বাৎসরিক নিরীক্ষার জন্য	৫০,০০০-১,০০,০০০
	বাৎসরিক নিরীক্ষার বাইরে	৪,০০,০০০- ৫,০০,০০০
	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে নিরীক্ষা দল কর্তৃক	১০,০০০-২০,০০০
পূর্ত অডিটে	ডিএওকে	১%-২% (বিলের)
	বাৎসরিক নিরীক্ষার জন্য	৫০,০০০-১,০০,০০০
বাণিজ্যিক অডিটে	বাৎসরিক নিরীক্ষার জন্য (প্রতি কোটিতে)	৫,০০,০০০
ডাক, তার ও দূরালাপনি অডিটে	বাৎসরিক নিরীক্ষার জন্য	২০,০০০- ১,০০,০০০

ঘুষ লেনদেনের চিত্র

ঘুষ লেনদেনের খাত		সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/সংশ্লিষ্ট কাজের খাত	ঘুষের পরিমাণ (টাকায়)
সিভিল অডিটে	সিএও থেকে		২০,০০০- ১,০০,০০০
	জেলা ও উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস থেকে	প্রতি ইউপি চেয়ারম্যানের নিকট থেকে	৫,০০০-১০,০০০
		বিভিন্ন সরকারি কার্যালয় থেকে	৩০,০০০- ৪০,০০০
বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্প অডিটে		প্রধান কার্যালয় থেকে	৫০,০০০- ৫,০০,০০০
		শাখা কার্যালয় থেকে	৫০,০০০- ২০,০০,০০
প্রতিরক্ষা অডিটে		পূর্ত সংক্রান্ত কাজে	৫০,০০০- ১,০০,০০০
		রেশন খাতে	১,০০,০০০-১,৫০,০০০
ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে আপত্তি নিষ্পত্তিতে		নিরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী	৪,০০০-৫,০০০
দীর্ঘ দিনের পুরোনো আপত্তি নিষ্পত্তিতে		নিরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী	কমপক্ষে ২০,০০০

পূর্বের সিএজি কার্যালয়ের অবস্থার সাথে বর্তমানের তুলনা

নির্দেশক	২০০২	২০১৪
নিরীক্ষা আইন	ছিলনা	খসড়া নিরীক্ষা আইন করা হয়েছে
প্রশিক্ষণ	ফিমা কর্তৃক দেওয়া হত এবং মান ভাল ছিল না	অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে
অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপরে নির্ভরশীলতা	ছিল	বর্তমানেও বিদ্যমান
স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির প্রয়োগ	ছিল না	সম্প্রতি চালু হয়েছে। স্বল্পাকারে কার্যকর
নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা	স্বল্প পরিসরে পরিবীক্ষণ করা হত	করা হয় না
নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অবস্থা	সরকারের কাজের সাফল্যের তথ্য থাকত না	শুধু পারফরমেন্স নিরীক্ষার প্রতিবেদনে থাকে
পিএসির পারফরমেন্স	ব্যাপক সংখ্যক প্রতিবেদন আলোচনার অপেক্ষায় ছিল	উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যাকলগের পরিমাণ কমেছে
প্রিতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন আপত্তির সংখ্যা	ব্যাপক সংখ্যক আপত্তি নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ছিল	ধারাবাহিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে
প্রতিবেদন সবার জন্য উন্মুক্ত করা	উন্মুক্ত করা হত না	প্রেস বিজ্ঞপ্তি ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সারমর্ম জানানো

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারি নিরীক্ষার সাথে তুলনা

দেশের নাম	নিরীক্ষা অআইন দ্বারা স্বাধীনভাবে ক্ষমতার ব্যবহার	নিরীক্ষার ধরন	ব্যক্তি পর্যায়ের নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করা	পুরস্কার ব্যবস্থা	স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নিরীক্ষা	তথ্যের উন্মুক্ততা
ভারত	নিরীক্ষা আইন আছে এবং স্বাধীনভাবে ক্ষমতার ব্যবহার করতে পারে	আর্থিক, নিয়মানুবর্তী ও পারফর্মেন্স	করানো হয়	আছে	আংশিক, কোনো কোনো প্রদেশে সম্পূর্ণ	প্রেস বিজ্ঞপ্তিসহ বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা
শ্রীলঙ্কা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	আংশিক	ঐ
অস্ট্রেলিয়া	ঐ	আর্থিক ও পারফর্মেন্স	ঐ	ঐ	সম্পূর্ণ	ঐ
আমেরিকা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
সুইডেন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
বাংলাদেশ	নিরীক্ষা আইন অনুপস্থিত ও স্বাধীনভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে না পারা	আর্থিক, নিয়মানুবর্তী ও পারফর্মেন্স	করানো হয় না	নাই	আংশিক	প্রথম বারের মতো প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া, ওয়েবসাইটে সারমর্ম উপস্থাপন

সিএজি কার্যালয়ে সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব

সমস্যার কারণ

- নিরীক্ষা আইন না থাকা ও সরকারি আইন হালনাগাদ না করা
- মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভরশীলতা
- প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব
- সুযোগ-সুবিধার অভাব
- জবাবদিহিতার অভাব
- পরিবীক্ষণে সমস্যা
- পিএসির সকল প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা না করা
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের জবাব না দেওয়া ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না নেওয়া

ফলাফল

- দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের প্রতি আগ্রহ হারানো
- প্রতিবেদন তৈরিতে দেরি হওয়া
- নিরীক্ষার মান বজায় না থাকা
- আপত্তি নিষ্পত্তি না হওয়া
- দুর্নীতির সঠিক চিত্র উঠে না আসা
- সরকারি অর্থ আত্মসাৎ ও রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয়

প্রভাব

- নিয়ম-বহির্ভূত ব্যয়কৃত ও আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায় না হওয়া
- সরকারের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত না হওয়া
- দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করা

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- ২০০২ সালের তুলনায় সিএজি প্রতিবেদনের কার্যকরতা বৃদ্ধি পাওয়া নিয়ম-বহির্ভূত ব্যয়কৃত ও আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি
- সিএজি সাংবিধানিক পদ হলেও বাস্তবে এর স্বাধীনতা বিভিন্নভাবে লঙ্ঘিত হয়
- বিবিধ প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা যেমন জনবলের ঘাটতি ও সুযোগ-সুবিধার অভাবসহ অন্যান্য সমস্যার কারণে সিএজির কার্যক্রম প্রত্যাশিত পর্যায়ে পরিচালনায় ঘাটতি
- সিএজির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ায় অডিটে সঠিক চিত্র প্রতিফলিত না হওয়া এবং দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়া
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সিএজির নিরীক্ষা আপত্তির জবাব না দেওয়া এবং পিএসির সুপারিশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ না নেওয়ায় নিয়ম-বহির্ভূত ব্যয়ের ও আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায় না হওয়া
- দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর জবাবদিহিতা ও শাস্তির ব্যাবস্থা না থাকায় সরকারের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ব্যহত হওয়া

সুপারিশ

স্বল্প মেয়াদী সুপারিশ

সুপারিশ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ
১. সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মাধ্যমে আলোচনার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত নিরীক্ষা আইন, অর্গানোগ্রাম ও নিয়োগের বিধিমালার অনুমোদন দিতে হবে	অর্থ মন্ত্রণালয়
২. সিএজিসহ এই কার্যালয়ের সকল নিয়োগ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে	রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও সিএজি কার্যালয়
৩. ওয়ারেন্ট অফ প্রিসিডেন্সে সিএজিকে উচ্চ আদালতের বিচারপতির সম মর্যাদা দিতে হবে। ডিসিএজি সিনিয়র ও এডিজি (ফিন্যান্স) রেলওয়ে ও ডিজি ফিমাকে গ্রেড ১, মহা পরিচালকদের গ্রেড ২ করাসহ নিম্নের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে	মন্ত্রী পরিষদ ও অর্থ মন্ত্রণালয়
৪. সিএজিকে বাজেট, নিয়োগসহ সকল বিষয়ে সাংবিধানিক স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়কে তা নিশ্চত করতে হবে	অর্থ মন্ত্রণালয় ও সিএজি অফিস
৫. সিএজিকে তার অধীনস্থ বিশেষ করে কোয়ালিটি কন্ট্রোল টিমসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে	সিএজি অফিস
৬. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভাল পারফরমেন্সের জন্য পুরষ্কার বা প্রণোদনার ব্যবস্থা করা ও দুর্নীতিসহ বিধি-বহির্ভূত কাজের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে	সিএজি অফিস

স্বল্প মেয়াদী সুপারিশ...

সুপারিশ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ
৭. সিএজি কার্যালয় থেকে নিরীক্ষার জন্য একটি বাৎসরিক পরিকল্পনা করতে হবে যা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। নিয়মিতভাবে ও নির্দিষ্ট সময়ে নিরীক্ষা কাজ সম্পাদনের জন্য ফলোআপ এবং সুপারভিশন জোরদার করতে হবে	সিএজি অফিস
৮. নিরীক্ষার প্রতিবেদন কত দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে কত দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির নিকট জমা দিতে হবে ইত্যাদি বিষয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট সময় সীমা নির্ধারণ ও কার্যকর করতে হবে	সিএজি অফিস
৯. সিএজি কার্যালয়ের অভিযোগ সেল সম্পর্কে সরকারি কার্যালয়গুলোকে জানানোর জন্য প্রচারণা চালানো এবং অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে	সিএজি অফিস
১০. বছরে একবার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পদের হিসাব ও বিবরণ প্রকাশ করতে হবে এবং অবৈধ উৎস থেকে আয়কৃত অর্থের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে	সিএজি অফিস
১১. নিরীক্ষায় প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বড় দুর্নীতির তথ্য ব্রেকিং নিউজের ন্যায় সিএজির ওয়েবসাইটে স্ক্রলের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার দিনই প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রতিবেদনের তথ্য সম্পর্কে জনগণকে জানাতে হবে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে	সিএজি অফিস

মধ্যম মেয়াদী সুপারিশ

সুপারিশ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ
১২. বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ও বড় আকারের দুর্নীতির তথ্যগুলো সিএজি পিএসিকে দিবে যাতে পিএসি এই দুর্নীতির জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য সুপারিশ করতে পারে	সিএজি অফিস, পিএসি ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
১৩. সিএজির প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো হাতে নিতে হবে এবং প্রকল্পগুলোর পরামর্শক নিয়োগের জন্য নিজস্ব নীতিমালা থাকতে হবে	সিএজি অফিস
১৪. ক্যাডার কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করে কমপক্ষে ৩০% করতে হবে এবং মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা করার জন্য তাদের সমন্বয়ে নিরীক্ষা দল গঠন করতে হবে	সিএজি অফিস
১৫. স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরকে দুটি আলাদা অধিদপ্তরে ভাগ করতে হবে	সিএজি অফিস
১৬. জরুরি কার্যক্রমের (ক্রাস প্রোগ্রাম) মাধ্যমে দীর্ঘ দিনের পুরোনো নিরীক্ষা আপত্তিগুলো নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে	পিএসি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সিএজি অফিস

মধ্যম মেয়াদী সুপারিশ...

সুপারিশ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ
১৭. সিজিএ কার্যালয়ের সাথে সিএজি কার্যালয়ের অনলাইন সংযোগ থাকতে হবে যাতে সিএজি নিরীক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অধিক ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও ব্যয়গুলোকে চিহ্নিত করা যায়	সিএজি অফিস ও সিজিএ অফিস
১৮. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সঠিক নীতিমালার তৈরি করে বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করাতে হবে	অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও সিএজি অফিস

দীর্ঘ মেয়াদী সুপারিশ

সুপারিশ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ
১৯. সরকারি প্রতিষ্ঠানের অর্থ ব্যয় ও হিসাবের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়গুলোতে দক্ষ জনবলের সমন্বয়ে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ শাখা খুলতে হবে	অর্থ মন্ত্রণালয়
২০. নিয়মানুবর্তী নিরীক্ষা থেকে পারফর্মেন্স নিরীক্ষার দিকে যাওয়ার জন্য একটি কৌশল তৈরি করতে হবে এবং এর জন্য ধীরে ধীরে জনবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে	সিএজি অফিস

ধন্যবাদ